● **পঠনের পর্যায়গুলি কী কী? (What are levels of reading?)**

☞ পঠনের পর্যায়গুলিকে ক্রমবিন্যাস করলে আমরা নিম্নলিখিতভাবে সেগুলিকে সাজাতে পারি—

1. আক্ষরিক বা Literal
2. ব্যাখ্যামূলক বা Interpretative
3. চর্বণামূলক বা Critical
4. সৃজনমূলক বা Creative

● **পঠনের আক্ষরিক পর্যায়কে কি বোধহীন শিখন বলা যায়? (Can literal levels of reading be called rote learning?)**

☞ পঠনের আক্ষরিক পর্যায়কে বোধহীন শিখন বলা যেতেই পারে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেগুলি সম্পর্কে অস্বচ্ছ বা অস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। পঠনের এই পর্যায়কে বোধহীন শিখন বলা হয়। যখন শিক্ষার্থী কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রথম তথ্য লাভ করে তখন সে পঠনের এই পর্যায়ে বিরাজ করে। এটি হল পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে বাহ্যিক জ্ঞানের পর্যায়।

● **পঠনের ব্যাখ্যামূলক পর্যায় বলতে কী বোঝেন? (What do you understand by interpretative levels of reading?)**

☞ এটি হল পঠনের দ্বিতীয় পর্যায়। এখানে পাঠক তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে নতুন শিখনের সঙ্গে যুক্ত করে আগে থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে সমৃদ্ধ করে। এই পর্যায়ে পাঠক পাঠ্যবস্তুর প্রত্যেকটি বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। লেখকের বক্তব্যে বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে।

পাঠক মন সর্বদা প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় মনোনিবেশ করে। কেন, কীভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজে।

● পঠনের চর্বণামূলক পর্যায় বলতে কী বোঝেন? (What do you understand by critical levels of reading?)

☞ এটি হল পঠনের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়বস্তুর গভীরতা, মর্মদ্যোতনা ইত্যাদি বোঝার জন্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি সজাগ রেখে, চিবিয়ে খাওয়ার ভঙ্গিতে পাঠ গ্রহণ করে তখন তাকে চর্বণা পাঠ বলা হয়ে থাকে। গভীর, বিস্তৃত চিন্তন ও মননধর্মী কোনো রচনার মর্মোদ্ধারের জন্য আমরা এই পাঠ প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। যেমন—বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলি উল্লেখযোগ্য।

● পঠনের সৃজনমূলক পর্যায় বলতে কী বোঝেন? (What do you understand by creative levels of reading?)

☞ এটি হল পঠনের চতুর্থ পর্যায়। পাঠকের সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে এই পর্যায়ে। এই পর্যায়ে প্রাধান্য পায় পাঠকের আত্মানুভূতি, সৃজনশীলতা এবং সৌন্দর্যবোধ। রসানুভূতি বা রসাস্বাদন হল এই পর্যায়ের পঠনের মূল কথা। সাধারণত কবিতার পাঠ এই রসানুভূতিমূলক—রসাস্বাদমূলক। কবির যে অনুভূতি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার প্রচেষ্টা করা হয় সৃজনমূলক পাঠের দ্বারা।

● পঠনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? (How many classes can reading be divided?)

☞ পঠনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—

1. সুসংহত পাঠ বা Intensive reading,
2. বিস্তৃত পাঠ বা Extensive reading,
3. সরব পাঠ বা Oral reading,
4. নীরব পাঠ বা Silent reading.

● সুসংহত পাঠ বলতে কী বোঝেন? (What do you understand by intensive reading?)

☞ যেসব পাঠের ক্ষেত্রে রসাস্বাদন ও মর্মগ্রহণ প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে থাকে তাকে সুসংহত পাঠ বলা হয়ে থাকে। যেমন—কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে কবিতার রসোপলব্ধির সঙ্গে তার বক্তব্য, ছন্দ, অলংকার ও ধ্বনি ব্যবহারের দিকগুলিকেও অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ওই পাঠের মধ্যে ডুবে যায়। স্বাদনা পাঠ + চর্বণা পাঠ = সুসংহত পাঠ।

● বিস্তৃত পাঠ বলতে কী বোঝেন? (What do you understand by extensive reading?)

☞ ধারণা পাঠ + স্বাদনা পাঠ = বিস্তৃত পাঠ। পাঠের দ্রুতগতি বজায় রেখে ব্যাপক আয়তনযুক্ত পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশ যেগুলি পাঠ করার জন্য সমস্ত মনোযোগ, একাগ্রতার বেশি প্রয়োজন নেই এবং আলতোভাবে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তার সাহিত্য, সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করা হয়, সেই ধরনের পাঠকে বিস্তৃত পাঠ বা Extensive reading বলা হয়ে থাকে। ***Dr. M R Panchal*** বলেছেন, "Intensive reading concentrates upon language while extensive reading concentrates upon the subject matter." বিভিন্ন উপন্যাস ও দ্রুত পঠনের বিষয়গুলি এই ধরনের পাঠের অন্তর্ভুক্ত।

● সরব পাঠ কাকে বলে? (What is oral reading?)

☞ পদ্ধতিগত দিক দিয়ে পঠন প্রকৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল সরব পাঠ বা Oral reading এবং অপরটি হল নীরব পাঠ বা Silent reading। রব বা ধ্বনি সৃষ্টি করে পাঠ করাকে বা আওয়াজ করে পড়াকে বলা হয় সরব পাঠ। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বিশেষ করে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। দর্শন ও কথনের সার্থক সমন্বয়ে ভাষার লিখিত রূপ উদ্ধার করা হয় সরব পাঠের মাধ্যমে।

● নীরব পাঠ কাকে বলে? (What is silent reading?)

☞ যে পাঠে রব বা ধ্বনি উৎপন্ন না করে পাঠ করা হয় তাকে নীরব পাঠ বলা হয়। সরব পাঠে দক্ষতা অর্জনের পর উচ্চতর শ্রেণিশিক্ষণে নীরব পাঠের প্রয়োজন হয়।

● পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের তিনটি কৌশল লিখুন। (Write three techniques of teacher to arise student's interest in reading.)

☞ পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের তিনটি কৌশল হল—

1. বিভিন্ন ধরনের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তক ভি
   অন্যান্য বই, সংবাদপত্র পড়ার উৎসাহ দেবেন।
2. বয়স, সামর্থ্য, পছন্দ, শ্রেণি বিচার করে পাঠের কাজ দেবেন
   গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি নোট করতে বলবেন।
3. কী পড়ছে তার থেকেও কীভাবে পড়েছে সেটি বোঝাবার চেষ্ট
   করবেন। প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ব দেবেন।

● **সরব পাঠের শর্তগুলি কী কী? (What are the conditions o oral reading?)**

☞ সরব পাঠের শর্তগুলি হল নিম্নরূপ—

1. বিভিন্ন বর্ণের ও শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ।
2. কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ বা গদ্যের ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন সহ উচ্চারণ।
3. শ্বাসাঘাতের যথাযথ প্রয়োগ।
4. বিষয়বস্তুর অনুভূতি ও আবেগের পাঠে প্রতিফলন।
5. অনাবশ্যক দ্রুতগতি পরিহার।
6. সরব পাঠকে সৌন্দর্যখচিত করে আবৃত্তির শিল্পক্রমে উন্নীত করতে হবে

● **নীরব পাঠের শর্তগুলি কী কী? (What are the conditions o silent reading?)**

☞ নীরব পাঠের শর্তগুলি হল নিম্নরূপ—

1. নিবিড় মনঃসংযোগ।
2. পাঠের উপযোগী শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ।
3. গদ্য রচনা।
4. বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা।
5. পাঠের দক্ষতা।
6. নীরব পাঠের সঙ্গে মননশীলতাকে যুক্ত রাখতে হবে।

● **ভাসা পাঠ কী? (What is skimming?)**

☞ অতি দ্রুততার সঙ্গে কোনো পাঠ্যবস্তুর উপর চোখ বুলিয়ে তার মূল বক্ত ও বিষয়বস্তুর পরিদর্শন করাই হল ভাসা পাঠ বা Skimming। বেশিরভা ক্ষেত্রে যখন আমরা বেশি মনোযোগ সহকারে পড়ি না, তখন ভাসা পাঠ ব্যবহ করা হয়।

● **পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ কী? (What is scanning?)**

☞ যে পাঠে ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা হয় অর্থাৎ পাঠে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে যখন পঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ বলে। এই প্রকার পাঠের সাহায্যে পাঠক তাদের পঠনের দক্ষতার বিকাশ ঘটায়, তাদের শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটায় এবং তারা ভাষার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারে। এই প্রকার পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেসব শব্দের ব্যবহার শেখে সেগুলি তারা তাদের রচনায় ব্যবহার করতে পারে।

● **ভাসা পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি কী কী? (What are the steps of skimming?)**

☞ ভাসা পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি হল নিম্নরূপ—

1. প্রথমে পাঠের শিরোনামটি পড়া। শিরোনাম দেখে পাঠ সম্পর্কে একটি আপাত ধারণা গঠন।
2. পাঠের ভূমিকাটি পড়া।
3. পাঠের মধ্যে যদি কোনো অণুশিরোনাম থাকে তাহলে সেটিকেও পড়া।
4. পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যগুলি পড়া।

● **পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি কী কী? (What are the steps of scanning?)**

☞ পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি হল—

1. ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা।
2. পাঠে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ।
3. রচনা বা পাঠটির বক্তব্য বিষয় এবং ভাষাগত প্রকাশভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকরণ।
4. পাঠটির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে তার মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা।

● **পঠনের আক্ষরিক পর্যায়, ব্যাখ্যামূলক পর্যায় ও সৃজনাত্মক পর্যায়সমূ ব্যাখ্যা করুন। (Explain the concept of literal reading, interpretative reading and critical reading.)**

☞ পঠন একটি জটিল প্রক্রিয়া। পঠনের চারটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়টি বলা হয় আক্ষরিক পাঠ বা Literal reading, দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে ব্যাখ্যামূল পাঠ বা Interpretative reading, তৃতীয় পর্যায়ের পাঠটি হল চর্বণামূল পাঠ বা Critical reading আর চতুর্থ পর্যায়ে থাকে সৃজনাত্মক পাঠ Creative reading।

প্রথমে আমরা যে পাঠটিকে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল আক্ষরিক প বা Literal reading । পঠনের এই পর্যায়টি হল বোধহীন শিখনের পর্যা পাঠক পাঠ মুখস্থের মাধ্যমে কোনো তথ্য সম্পর্কে একটি অস্বচ্ছ ধারণা পা সেই বিষয়টির উপর জ্ঞানের গভীরতা থাকে না। পাঠক যখন কোনো রচনা প করে প্রথম তথ্য লাভ করে তখন সে পঠনের এই পর্যায়ে বিরাজ করে। জ্ঞানে গভীরে যাওয়ার দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়টি হল পাঠ্যবিষয় সম্প বাহ্যিক জ্ঞানলাভের পর্যায়। পাঠক পাঠের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যা দেখে ত বলে। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার স্তরে পৌঁছোয় না। এই পর্যায়ে পাঠকের ম কিছু সাধারণ প্রশ্ন জাগ্রত হয়। কোনো রচনা পাঠ করে খুব সহজেই কিছু সাধার প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিতে পারে।

পঠনের দ্বিতীয় পর্যায় হল ব্যাখ্যামূলক পাঠ বা Interpretati reading। এখানে পাঠক পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটি আগে থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে সমৃদ্ধ করে। কোন্ তথ্যটি প্রয়োজনীয় অ কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারে। এই পর্যায়ে পাঠক পাঠ্যবস্তুটি অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারে। অর্থ বোঝার জন্য পাঠটিকে বারবার পড়ে প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করে। ব্যাখ্যামূলক পর্যায়ে পাঠক পাঠ্যবস্তুর প্রত্যেক বাক্যের অর্থ অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয় এবং লেখকের বক্তব্যের বিষয়ব নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে। এই প্রকারের পাঠ গ্রহণ করার পর পাঠ জটিল কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যেমন—কেন? কীভাবে? কারণ ব্যা করো, তাৎপর্য হল ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য পাঠকের বি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হ

তৃতীয় পর্যায়ের পাঠ হল চর্বণা পাঠ বা Critical reading। চর্বণা পাঠ হল পঠনের অন্তর্গত দুরূহ বিষয়গুলির বিশ্লেষণধর্মী পাঠ বা অর্থ গ্রহণ। অনেক লেখকের রচনায় গভীরতা থাকে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কঠিন ও জটিল বিষয়ের আলোচনা থাকে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অনেক প্রবন্ধ সংকলিত থাকে। যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ওই জাতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হয়। চর্বণার মাধ্যমে গুরু থেকে লঘুভাবে অর্থ উদ্ধারের ও সহজ করার প্রয়োজনে চর্বণা পাঠ ব্যবহার করা হয়। শক্ত বা কঠিন খাদ্যকে যেমন চর্বণ করে খেতে হয় ঠিক তেমনভাবে এই জাতীয় পাঠে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়। যেসব রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে সে সমস্ত ক্ষেত্রে চর্বণা পাঠের প্রয়োজন হয়। গভীর ও মননধর্মী বিষয়বস্তু পঠন এই পর্যায়ে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

পঠনের চতুর্থ পর্যায় হল সৃজনাত্মক পঠন বা Creative reading। এই প্রকার পাঠে পাঠকের সৃজনাত্মক চিন্তাভাবনার বিকাশ হয়। একে Appreciation reading-ও বলা হয়ে থাকে। 'রসাস্বাদন' ও 'রসবিশ্লেষণ' ঘটানোই এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। কবিতার পাঠকে সাধারণত এই পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। কবিতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও রসাস্বাদনই বড়ো কথা। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। সেইজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য শব্দ প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য, বক্তব্যবিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পর্যায়ে প্রাধান্য পেয়ে থাকে পাঠকের আত্মানুভূতি, সৃজনশীলতা এবং সৌন্দর্যচেতনার জগৎ।

● **নীরব পাঠ ও সরব পাঠের মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখুন। (Differentiate between oral reading and silent reading.)**

☞ নীরব পাঠ ও সরব পাঠের মধ্যে পার্থক্য হল—

নীরব পাঠ	সরব পাঠ
1. রবযুক্ত বা ধ্বনিযুক্ত পাঠ হল সরব পাঠ।	1. রবহীন পাঠ হল নীরব পাঠ।
2. সরব পাঠের ক্ষেত্রে মানস-দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি বর্তমান থাকে।	2. নীরব পাঠে এই মানস-দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে।

নীরব পাঠ	সরব পাঠ
3. সরব পাঠে প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয়।	3. নীরব পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দে উপর জোর না দিয়ে পাঠ্যবস্তুর মূ বিষয়ের উপর জোর দিতে হয়।
4. নিম্নশ্রেণিতে সরব পাঠ অত্যন্ত জরুরি।	4. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে নীর পাঠের উপর জোর দিতে হয়।
5. সরব পাঠে গতি কম।	5. নীরব পাঠে গতি বেশি। অল্প সম অনেকটা পড়ে ফেলা যায়।
6. সরব পাঠের সাহায্যে ছাত্রদের উচ্চারণ শৈলী ও বাচনভঙ্গির ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করা যায়।	6. নীরব পাঠে তা সম্ভবপর নয়।
7. সরব পাঠকে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই প্রয়োজনসিদ্ধ করার কাজে লাগানো যেতে পারে।	7. নীরব পাঠ পাঠকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়মাত্র।
8. সরব পাঠ ছাত্রদের ছন্দ-যতি বোঝানোর সহায়ক।	8. নীরব পাঠে তা সম্ভব নয়।
9. ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে সরব পাঠে বেশি শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়।	9. নীরব পাঠে খুব অল্প শ্রম লাগে।
10. সরব পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তি অভ্যাস করানো যায়। কবিতার যথাযথ সরব পাঠ তার অন্তর্নিহিত ভাব ও রসকে প্রকাশিত করতে সাহায্য করে।	10. নীরব পাঠের মাধ্যমে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

নীরব পাঠের চাইতে সরব পাঠে বেশি শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সরব পাঠ নীরব পাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় সহায়ক। পঠনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার পাঠের গুরুত্ব কোনো অংশে অস্বীকার যায় না।

● সরব পাঠ ও নীরব পাঠের অসুবিধাগুলি লিখুন। (Write disa vantages of loud reading and silent reading.)

☛ **সরব পাঠের অসুবিধা:** সরব পাঠের ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধা চে পড়ে—

1. সরব পাঠের জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন।
2. সরব পাঠে অতিরিক্ত শ্রমও ব্যয়িত হয়, ফলে শরীরে অবসাদ আসে।
3. অন্যের পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
4. হইচই ও গোলমালের মধ্যে ভুল উচ্চারণ ধরাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
5. সমবেত সরব পাঠে ছন্দ ও যতিচিহ্নের ভুল ধরা যায় না।
6. এতে শিক্ষার্থীর মনোযোগ সবসময় নাও থাকতে পারে।

নীরব পাঠের অসুবিধা: নীরব পাঠের অসুবিধাগুলি হল—

1. নীরব পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শান্ত পরিবেশ আজকের জটিল সামাজিক জীবনে সর্বত্র পাওয়া যায় না।
2. প্রয়োজনীয় মনঃসংযোগ আজকের দিনে সম্ভব নয়—অন্যমনস্ক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
3. নীচু শ্রেণিতে কাম্য নয়।
4. কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।
5. দ্রুত পাঠের সম্ভাবনা বেশি, ফলে বিষয়বস্তুর সমগ্রতা সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিবর্তে একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়। ফলে শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

● পঠনের প্রয়োজনীয়তা কী? সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করুন। (What is the necessity of reading? Discuss the comparative importance of oral reading and silent reading.)

☛ ***Goodman***-এর ভাষায় পঠন একধরনের Psycholinguistic Guessing Game। আবার **ড. মাইকেল ওয়েস্ট** পঠনকে দেখা-ধ্বনি উৎপাদন-অর্থ-উপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া (Process of sight-sound-sense) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠকের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। ভাষার লিখিত রূপ পর্যবেক্ষণ করে তার অর্থ বুঝতে পারাই হল পঠনের উদ্দেশ্য। শিশুর পড়ার অভ্যাস যত পরিণত হতে থাকে ততই সে পূর্বের চেয়ে কম সময়ে পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারে। পাঠের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপ—

- অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন।
- প্রত্যেক বর্ণের শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ।
- বাক্য ও অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলির জ্ঞান ও ধারণা।

- বাক্যের বোধ ও প্রয়োগ ক্ষমতা।
- পঠিত বিষয়ের বা বিষয়টির অনুধাবন করতে পারা।
- 'যতি' চিহ্নের অনুসরণ করে পড়তে পারা।
- পাঠ্য বিষয়ের ভাব ও অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।
- প্রয়োজনে পঠিত বিষয় গুছিয়ে বলতে পারা।
- স্বরগ্রামের উচ্চতা-নীচতা রক্ষা করে বিষয়টি শ্রোতার মনে মুদ্রিত ক দিতে পারা।
- সম্ভবত দ্রুততার সঙ্গে পাঠ করতে পারা।

পঠন মূলত দুই প্রকার—(ক) সরব পাঠ (খ) নীরব পাঠ। স্বরের সঙ্গে প অর্থাৎ জোরে জোরে পাঠ করাকে বলে সরব পাঠ। রব বা ধ্বনি উচ্চারণ না ক মনে মনে পাঠ করাকে বলে নীরব পাঠ।

সরব পাঠের উপযোগিতা: সরব পাঠের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ—

1. সরব পাঠ পাঠের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
2. সরব পাঠে ধ্বনিতত্ত্ব ও শ্বাসাঘাত এবং ছন্দ-যতিচিহ্নগুলির প্রতিফল হয়।
3. সরব পাঠ পাঠে প্রেরণা জোগায়।
4. সরব পাঠ শুদ্ধ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করে।
5. সরব পাঠে পাঠের ত্রুটি সংশোধিত হয়।
6. সরব পাঠ শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তির উন্নয়ন ঘটায় ও অস্বাস্থ্যক প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

নীরব পাঠের উপযোগিতা: নীরব পাঠের উপযোগিতাগুলি হল—

1. নীরব পাঠে সময় কম লাগে।
2. নীরব পাঠ অপরের অসুবিধা করে না।
3. নীরব পাঠ শরীরে কম অবসাদ আনে।
4. নীরব পাঠ মননশীলতার উপযোগী।
5. অল্প সময়ে বেশি পাঠ করা যায়।
6. যেহেতু রব বা ধ্বনি উচ্চারিত হয় না তাই নীরব পাঠ সর্বত্র করা যা

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল কোন্ পাঠ শিশুর জীবনে উপযোগী। সর পাঠ না নীরব পাঠ? এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শিশুর জীবনে সরব প এবং নীরব পাঠ দুটিরই প্রয়োজন আছে। এমন কতকগুলি বিষয় আ যেমন—কবিতা, নাটক ইত্যাদি সরবে পাঠ না করলে ভালো লাগে না, আবার কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ বা কোনো বিচার-বিশ্লেষণমূলক রচনা রব বা ধ্বনি সহযোগে পাঠ করলে ভালো লাগে না। কাজেই শিক্ষার্থীর জীবনে সরব ও নীরব উভয় প্রকার পাঠেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, নীচু শ্রেণিতে সরব পাঠ একান্ত প্রয়োজন কারণ ওই বয়সের শিশুদের উচ্চারণবোধ থাকে না, তারা শব্দ ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারে না, ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহারও তারা ঠিকমতো করতে পারে না। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠ করানো হলে এই সমস্ত ত্রুটিগুলি শিক্ষকের নজরে আসে না এবং সংশোধন করার উপায় থাকে না, তাই নীচু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ জরুরি। এরপর শিশু যখন উঁচু শ্রেণিতে আসবে তখন নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করতে হবে। কারণ উঁচু শ্রেণিতে পাঠের পরিধি বাড়ে। অল্প সময়ে বেশি পাঠ করতে হয়। স্বভাবতই সরবে পাঠ করতে হলে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হয়। বৃহত্তর জীবনের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে নীরব পাঠ কার্যকরী। যে সমস্ত গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির ভাববস্তু খুব গভীর ও সূক্ষ্ম সেসব ক্ষেত্রে নীরব পাঠ খুবই কার্যকরী। তাই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নীরব পাঠের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। নীরব পাঠে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বেশি পায়। কোনো শিক্ষার্থী যদি বই-এর দিকে তাকিয়ে নীরব পাঠের ভান করে, তাহলে সে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, তা বোঝা খুব কষ্টকর। অন্যদিকে সরব পাঠে শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বাগ্‌যন্ত্রকে ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। সরব পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধের ভাব, ছন্দ, অনুভূতি, চিত্রধর্মিতা, সংগীতধর্মিতা, রসচেতনা, শিল্প-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই ধরনের পাঠের অসুবিধা হল 3/4 জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে সরব পাঠ করলে এক কোলাহলমুখর ও অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তবুও বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার্থীর জীবনে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ দুটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

● সুসংহত পাঠ ও বিস্তৃত পাঠের উদ্দেশ্যগুলি লিখুন। (Write the purposes of Intensive reading and Extensive reading.)

☞ কাব্যসাহিত্যের এমন কতকগুলি অংশ থাকে যেগুলির প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সেই

বিষয়ের বক্তব্য অনুধাবন করতে হয়। এই ধরনের পাঠকে বলে সুসংহত (Intensive) পাঠ। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা এই পাঠের মধ্যে ডুবে যায়। এককথায় বলা যায় যে পাঠের মাধ্যমে কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ, অলংকার ও ধ্বনি ব্যবহারের দিকগুলিও অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়, তাকে সুসংহত পাঠ বলে।

অপরপক্ষে, কাব্যসাহিত্যের এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলি আয়তনে বড়ো হলেও একাগ্রভাবে সমস্ত ব্যক্তিসত্তা নিয়োজিত করে পড়ার প্রয়োজন নেই। আলতোভাবে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করা হয়। এই ধরনের পাঠকে বিস্তৃত পাঠ বা Extensive reading বলে।

সুসংহত পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি হল—

1. পাঠ্য বিষয়ের ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা।
2. পাঠে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।
3. পাঠ্য বিষয়ের বক্তব্য বিষয় এবং ভাষাগত প্রকাশভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধিকরণ।
4. পাঠ্য বিষয়ের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে তার মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা।
5. ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা।
6. সুসংহত পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা তাদের পঠন দক্ষতার বিকাশ ঘটায়।
7. শিক্ষার্থীরা শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটায়।
8. ভাষার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করে।

অন্যদিকে, বিস্তৃত পাঠে ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না, এখানে প্রধানত বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিস্তৃত পাঠের ক্ষেত্রে পালনীয় ধাপগুলি হল—

1. শিক্ষার্থীরা পঠনের প্রতি আসক্ত হয়।
2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে পড়ার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
3. অল্প সময়ে অনেক বেশি পড়া যায়।
4. অনেক সহজে পাঠ্য বিষয়ের রসাস্বাদন করা যায়।

পাঠপ্রণালী অভ্যাসের প্রথমেই নিজে ... পারেন। পাঠকের সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টিও তিনি পালন করে থাকেন।

২.৩ পাঠপ্রণালী বা পাঠ কৌশল— স্কিমিং ও স্ক্যানিং (Reading Tecniques– Skimming and Scanning) :

পাঠ হল একটি অভ্যাস। পাঠ হল একটি বিশেষ দক্ষতা। কোনো মানুষ অভ্যাসের দ্বারা পাঠ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে থাকে। সচেতন পাঠ অভ্যাস দিয়ে যেমন কম সময়ে অধিক বিষয় পাঠ করা যায় তেমনি দক্ষতার অভ্যাসের অধিক সময় ব্যয় করেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। কোনো মানুষ সাধারণভাবে পাঠ অভ্যাসের দ্বারা প্রতি মিনিটে প্রায় ২০০ - ২২০ টি শব্দ পড়তে পারেন। মানুষের পাঠ অভ্যাসের গড় গতি হল প্রতি মিনিটে ২৫০-৩৫০ শব্দ। মিনিটে ৫০০-৭০০ শব্দ পড়ার দক্ষতা থাকলে তা ভালো পাঠ অভ্যাস বলা হয়ে থাকে। ১০০০ শব্দ প্রতি মিনিটে পড়তে পারার দক্ষতাকে ব্যতিক্রমীয় বলা হয়।

স্বাভাবিক পাঠ অভ্যাস – ২০০-২২০ wpm
গড় পাঠ অভ্যাস – ২৫০-৩৫০ wpm
ভালো পাঠ অভ্যাস – ৫০০-৭০০ wpm
ব্যাতিক্রমীয় পাঠ অভ্যাস – ১০০০ wpm
Normal Reading Habit – 200-220 wpm
Average Reading Habit – 250-350 wpm
Good Reading Habit – 500-700 wpm
Exceptional Reading Habit – 1000 wpm

দ্রুতপাঠ ও দক্ষতার সাথে পাঠ অভ্যাস-এর ধারণা থেকেই স্কিমিং ও স্ক্যানিং-এর ধারণাটি এসেছে।

▶ **পাঠ কৌশলের শ্রেণিবিভাগ :**

পাঠ হল মনুষ্য অর্জিত একটি বিশেষ দক্ষতা। পাঠ কৌশল বা অভ্যাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) স্কিমিং (Skimming)
(ii) স্ক্যানিং (Scanning)

২.৩.১ স্কিমিং-এর সংজ্ঞা (Definition) :

দ্রুত পাঠ অভ্যাসকে বলা হয় স্কিমিং। এই স্কিমিং-এর দ্বারা কোনো পাঠক কোনো বিষয়ে অল্প সময়ে সার্বিক একটি ধারণা অর্জন করতে পারে। স্কিমিং পাঠ অভ্যাসের সময় বিষয় গভীরতা না থাকলেও নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি সর্বোপরি একটি ধারণা তৈরি হয়। ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা স্কিমিং করতে থাকলে বিষয়ে একটি সার্বিক জ্ঞান অর্জিত হয়। তার সাথে বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধির তাগিদও তৈরি হয়। স্কিমিং স্বাভাবিক-এর থেকে গতি সম্পন্ন পাঠ অভ্যাস। স্কিমিং-এর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। অনেক গবেষক বলেন, স্কিমিং হল একটি "Rapid Reading Method"। স্কিমিং ধারণার সাথে 'target orient' পাঠ অভ্যাস বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২.৩.১.১ স্কিমিং-এর উদ্দেশ্য (Purpose of Skimming) :

স্কিমিং হল দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে একটি ফলপ্রসু পাঠ অভ্যাস। এইরূপ পাঠ অভ্যাসের কয়েকটি উদ্দেশ্য হল নিম্নরূপ—

(i) অল্প সময়ে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা।
(ii) অল্প সময়ে বিষয়ে একটি সার্বিক ধারণা অর্জন করা।
(iii) বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা।
(iv) কম সময়ে বিষয়ে আগ্রহ লাভ করা।
(v) অল্প সময়ে জ্ঞান অর্জন করে সময় বাঁচানো।
(vi) অল্প সময়ে অধিক বৈচিত্র্য বিষয়ে একটি সম্যক জ্ঞান করা।
(vii) কম সময়ে অনেক ধারণার সাথে নিজেকে পরিচিত করানো।
(viii) পরীক্ষা বা মূল্যায়নের পূর্বকালীন প্রস্তুতিতে কয়েক মুহূর্তে বিষয়ে সাধারণবোধ লাভ করা।
(ix) অর্জিত জ্ঞানের স্মরণ করা।

২.৩.১.২ স্কিমিং-এর পর্যায়ক্রম (Steps of Skimming) :

স্কিমিং-এর পর্যায়গুলি নিম্নে আলোচিত হল—

(i) বিষয়টি দ্রুততার সাথে মনে মনে সাজিয়ে নিতে হবে।
(ii) বিষয়টি বেশিবার পড়তে হবে।
(iii) প্রতিবার পাঠ অভ্যাস করার সময়, সময় বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।
(iv) পাঠ অভ্যাসের সময় বিষয়টির মূল ধারণাগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করতে হবে।
(v) স্কিমিং-এর সময় বিষয়ের একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করতে হবে।
(vi) স্কিমিং-এর ধারণার সাথে Overall impression ব্যাপারটি জানতে হবে।
(vii) স্কিমিং-এর সময় পাঠ অবশ্যই কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখবেন— Table of content, Title page, Introduction, Index, Illustration, Summary, Chapter headings, Author biography, copy right, date, place of publication, context এবং edition ইত্যাদি।

❖ ২.৩.১.৩ স্কিমিং এর উপশ্রেণি (Sub-Category of Skimming) :

স্কিমিং হল দ্রুততার সাথে পাঠ অভ্যাস। স্কিমিং পদ্ধতিটি কয়েকটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলি হল—

(i) পূর্ব পাঠ (Pre-Reading)
(ii) পাঠ (Reading)
(iii) পর্যালোচনা (Reviewing)

❖ ২.৩.১.৪ স্কিমিং এর সুবিধা (Advantages of Skimming) :

স্কিমিং এর কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য হল নিম্নরূপ—

(i) সময়ের সাশ্রয় করা যায়।
(ii) বিষয়ে মূল ধারনা অর্জন করা যায়।
(iii) পাঠ-এর গতি বাড়ানো যায়।
(iv) কম সময়ে সাধারণ একটি বিষয়জ্ঞান তৈরি করা যায়।
(v) অল্প সময়ে জ্ঞান অর্জন করে আনন্দ পাওয়া যায়।
(vi) সীমিত সময়ের সময়ে পাঠ বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করা যায়।
(vii) অল্প সময়ে লক্ষ্য নিয়ে (target-oriented) পাঠ অভ্যাস করা যায়।

❖ ২.৩.১.৫ স্কিমিং এর অসুবিধা (Disadvantages of Skimming) :

স্কিমিং হল দক্ষতার সাথে অর্জিত একটি পাঠ অভ্যাস। এই পাঠপ্রণালীর কয়েকটি সীমাবদ্ধতাও আছে। সেগুলো নিম্নরূপ—

(i) স্কিমিং দ্বারা হয়তো পরীক্ষায় পাস করা যায়। কিন্তু বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জিত হয় না।
(ii) স্কিমিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
(iii) স্কিমিং দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান প্রায়শই কৃত্রিম হয়।
(iv) স্কিমিং এর অর্জিত জ্ঞান খুঁটিনাটি বিষয় জ্ঞান হয় না।
(v) গবেষণার কাজে স্কিমিং একেবারেই ফলপ্রসু নয়।
(vi) স্কিমিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান অনেক ক্লান্তি তৈরি করে।
(vii) স্কিমিং দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান জ্ঞানপিপাসু মনকে অনেক সময় সান্ত্বনা দিতে পারে না।
(viii) শিক্ষার্থী অনেক সময় এই জ্ঞান স্মরণ করতে পারে না।
(ix) স্কিমিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ বাড়ায় না।

❖ ২.৩.১.৬ আপনি কোন্ ক্ষেত্রে স্কিমিং করবেন (When will you go for Skimming) :

স্কিমিং এর ব্যবহার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে—

(১) কোনো পাঠ্য বই পড়ার সময়।
(২) কোনো পাঠ্য বইয়ের বই তালিকা দেখার সময়।
(৩) খবরের কাগজে বিশেষ বিশেষ খবরগুলি পড়ার সময়।
(৪) টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠানসূচি পাঠের সময়।
(৫) কোনো পূর্ব পরিচিত বই পড়ার সময়।
(৬) অনলাইন কোনো পুস্তক পাঠের সময়।
(৭) অনলাইন কোনো সংবাদ-পত্র বা গবেষণাধর্মী লেখা পড়ার সময়।
(৮) কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউস করার সময়।

দ্রুত পাঠ করার জন্য স্কিমিং-এর কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু স্কিমিং পাঠ অভ্যাসটি উপরি আলোচিত বিষয়গুলির সময় অনুসরণ করলে অধিক সুবিধা পাওয়া যায়।

❑ ২.৩.২ স্ক্যানিং এর সংজ্ঞা (Definition of Scanning) :

দ্রুত পাঠ অভ্যাসের অপর একটি শৈলী হল স্ক্যানিং। স্ক্যানিং হল কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় বা ধারণা জানার অভীক্ষায় দ্রুত পাঠ অভ্যাস। অনেক সময়, কোনো ঘটনা দ্রুত জানার জন্যও স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কোনো বন্ধুর ফোন নম্বর একবার দেখে মনে রাখার সময়ও আমরা স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস করে থাকি। সংবাদ পত্রে কোনো খবরের শিরোনামে চোখ বোলানোর সময়ও স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস আমরা অচেতন মনেই করে থাকি। স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞান অর্জন সময় বইটির গঠনগত দিক নিয়ে দ্রুত অনুধাবন করা প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন জীবনে চেতনে ও অচেতনে আমরা অনেকবার স্ক্যানিং করে থাকি। পাঠ অভ্যাসের ক্ষেত্রে স্ক্যানিং একটি অ্যাকাডেমিক মর্যাদা পেয়েছে।

❖ ২.৩.২.১ স্ক্যানিং-এর উপশ্রেণি (Sub-category of Scanning) :

স্ক্যানিং হল আজকের দিনে একটি বহুল পরিচিত পাঠপ্রণালী। স্ক্যানিং-এ দ্রুততার সাথে জ্ঞান অর্জন করা যায়। বিষয় একটি বা তার বেশি হলেও গভীরতার কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। স্ক্যানিং-এর উপশ্রেণি গুলোকে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা যায় :

(i) Alphabetical Information
(ii) Chronological Information
(iii) Non-Alphabetical Information
(iv) Numerical Information
(v) Relational Information

(vi) Textual Information
(vii) Conceptual Information

❖ ২.৩.২.২ স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাসের উদ্দেশ্য (Purpose of Scanning) :

স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাসের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

(i) সময়ের সাশ্রয় করা।
(ii) কম সময়ে সম্যক ধারণা লাভ করা।
(iii) অল্প সময়কালের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা।
(iv) অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভ করা।
(v) কম সময় ও অল্প শ্রম ব্যায়ে আনন্দ লাভ করা।
(vi) কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।
(vii) দক্ষতার সাথে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে জ্ঞান লাভ করা।
(viii) স্ক্যানিং হল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক পাঠ অভ্যাস।
(ix) স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে আটকে থাকতে সাহায্য করে।
(x) স্ক্যানিং-এ মূল বিষয় থেকে কখনও মনোসংযোগ বিচ্যুত হয় না।

❖ ২.৩.২.৩ স্ক্যানিং-এর প্রণালী (Methods of Scanning) :

স্ক্যানিং হল দ্রুততার সাথে পাঠ অভ্যাস। এতে সুনির্দিষ্ট একটি ধারণার সন্ধান-এর ইচ্ছা থাকে। স্ক্যানিং প্রণালীকে নিম্নিলিখিত রূপে বর্ণনা করা যায়—

(i) তথ্য সংগ্রহ (Collection of Information)
(ii) উত্তরের জন্য অপেক্ষা (Waiting for Answer or Clue)
(iii) শিরোনাম পর্যবেক্ষণ (Observation of Heading)
(iv) নির্বাচিত পাঠ (Selective Reading)
(v) পাঠ ও দূরপাঠ (Reading & Skipping)
(vi) উৎসাহ-জ্ঞানের সন্ধান (Search for Thirst Area)
(vii) স্মরণের ক্ষুদ্র স্মৃতি (Remembering the Clues)
(viii) গঠনগত সাদৃশ্য সন্ধান (Search for Structural Pattern)
(ix) সহজ স্মৃতি চারণের প্রাথমিক চেষ্টা (Attempt to have Instant Clues)

❖ ২.৩.২.৪ স্ক্যানিং-এর সুবিধা (Advantages of Scanning) :

পড়াশুনো ছাড়াও প্রতিদিনের জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস করে থাকি। স্ক্যানিং-এর সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(i) সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকে।
(ii) সময়ের সাশ্রয় করা যায়।
(iii) দক্ষতার সাথে কোনো পাঠ অভ্যাস বৃদ্ধি করা যায়।
(iv) অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভ করা যায়।
(v) কম সময়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ করার অবকাশ থাকে।
(vi) কম সময় ব্যয় করে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করা যায় বলে উৎসাহ বজায় রাখা যায়।
(vii) কম সময় ও শ্রম ব্যয়ে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করা যায় বলে পাঠকের অধিক জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জন্মায়।
(viii) স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস দিয়ে অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভের আনন্দ পাওয়ার সুযোগ থাকে।
(ix) কম সময় ও শ্রম ব্যয় করে অধিক মানসিক সন্তুষ্টি পাওয়ার অবকাশ থাকে।

❖ ২.৩.২.৫ স্ক্যানিং-এর অসুবিধা (Disadvantages of Scanning) :

অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকলেও স্ক্যানিং-এর কতকগুলি অসুবিধা আছে। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(i) স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ।
(ii) উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হওয়ায় বিস্তর বা বিস্তৃত জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকে না।
(iii) স্ক্যানিং দ্রুত পাঠ হওয়ায় অনেক সময় উচ্চারণ শুদ্ধি থাকে না।
(iv) স্ক্যানিং-এ তথ্য লাভ হয়। কিন্তু বিষয়ে দখল তৈরি হয় না।
(v) ভাসা ভাসা তথ্য ও জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠকের উৎসাহ বেশি দিন থাকে না।
(vi) বিষয় সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞান সীমিত হওয়ায় পাঠক এক সময় গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে।
(vii) দ্রুততার সাথে পাঠ করায় অনেক সময় পাঠ দক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়।
(viii) স্ক্যানিং দীর্ঘকাল পাঠ অভ্যাসের জন্য ফলপ্রসু নয়।
(ix) পাঠ দ্রুততার সাথে করতে গিয়ে অনেক সময় মনসংযোগ হারিয়ে যায়।
(x) স্ক্যানিং-এ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হলেও সকল উদ্দেশ্য সাধন হয় না।
(xi) স্ক্যানিং-এ জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের অবকাশ থাকলেও গবেষণামূলক চিন্তন (Critical Thinking)-এর কোনো মুহূর্ত তৈরি হয় না।
(xii) স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাস দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিন্তু গভীর আত্ম উপলব্ধি (Self Realiztion) আসে না।

❖ ২.৩.২.৬ আপনি কোন্ ক্ষেত্রে স্ক্যানিং করবেন? (When will you go for Scanning?) :

স্কিমিং এর তুলনায় স্ক্যানিং হল আরো দ্রুততার পাঠ অভ্যাস। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই

পাঠ অভ্যাসে প্রয়োগ করা যায় না। স্ক্যানিং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠের সময় অনুসরণ করা যায়—

(১) কোনো অভিধানে বিশেষ শব্দ যাচাই করার সময়।
(২) অণু ইনডেক্স (Index) পাঠের সময়।
(৩) কোনো ব্যক্তির ঠিকানা মনে রাখার সময়।
(৪) কোনো বিশেষ ফোন নম্বর মনে রাখার জন্য।
(৫) টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের সময়সূচি মনে রাখার সময়।
(৬) কোনো বই তালিকায় (Catalogue) কোনো বিশেষ পুস্তক সন্ধানের সময়।
(৭) ইন্টারনেটে কোনো বিশেষ বিষয় ব্রাউশিং-এর সময়।

অর্থাৎ স্ক্যানিং দ্রুততার পাঠ হলেও তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। জীবনের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ সম্ভব ও ফলপ্রসূ।

❑ ২.৩.৩ স্কিমিং ও স্ক্যানিং-এর পার্থক্য (Difference between Skimming & Scanning) :

স্কিমিং (Skimming)	স্ক্যানিং (Scanning)
(i) স্কিমিং হল দ্রুত পাঠ অভ্যাস।	(i) স্ক্যানিং হল দ্রুততম পাঠ অভ্যাস।
(ii) স্কিমিং এর দ্বারা কোনো বিষয়ের একটি সাধারণ জ্ঞাতব্য জ্ঞান লাভ করা যায়।	(ii) স্ক্যানিং-এর দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।
(iii) স্কিমিংয়ে দ্রুত জ্ঞান ও তথ্য লাভ হলে তাতে জ্ঞানের বৈচিত্র্য থাকে।	(iii) স্ক্যানিং দ্রুততার জ্ঞান ও তথ্য লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞান ও তথ্যের বৈচিত্র্য তৈরি হয় না।
(iv) স্কিমিং পাঠ অভ্যাসের উদ্দেশ্য অনেক।	(iv) স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাসের উদ্দেশ্য এক বা একাধিক। তবে তা সুনির্দিষ্ট।
(v) পরীক্ষা প্রস্তুতি কালে কোনো শিক্ষার্থী পুরো পাঠ্যসূচি স্কিমিং করে থাকে।	(v) সাধারণত কোনো ফোন নম্বর, কারও বাড়ির নম্বর, কোনো জায়গার নাম, কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো নাম তালিকা মনে রাখা কালে স্ক্যানিং করা হয়ে থাকে।
(vi) স্কিমিং-এর কয়েকটি উপশ্রেণি হল পূর্ব পাঠ (Pre-Reading, Reviewing ইত্যাদি।	(vi) স্কিমিং-এর উপশ্রেণি গুলি হল— Alphabatical Information, chronological Information, Non-Alphabetical Information, Numerical Information, Relational Information, Textual Information, Conceptional Information.
(vii) স্কিমিং-এর সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ রাখতে হয় যেমন— Table of content, Title Page, Introduction, Index, Illustration, Summary, Chapter Heading, Author biography, Copy right ইত্যাদি।	(vii) স্ক্যানিং-এর সময় কেবলমাত্র বিষয় বস্তুর শিরোনামগুলি মনে রাখলেই চলে।
(viii) স্কিমিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান মোটামুটি কিছু সময়ের জন্য থাকে।	(viii) স্ক্যানিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান স্বল্পস্থায়ী।
(ix) স্কিমিং-এ পাঠকের বিষয়-এর উপর একটি সাধারণ ধারণা হয়ে যায়।	(ix) স্ক্যানিং-এ পাঠকের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত ধারণা তৈরি হয়ে যায়।
(x) স্কিমিং-এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান পাঠককে গভীর জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী করে।	(x) স্ক্যানিং দ্বারা অর্জিত জ্ঞান পাঠককে গভীর জ্ঞান লাভে কোনো উৎসাহ দেয় না।
(xi) স্কিমিং-এ পাঠকের মনোযোগ মোটামুটি স্থায়ী হয়।	(xi) স্ক্যানিং-এ পাঠকের মনোযোগ ক্ষণিকের।
(xii) স্কিমিং-এ পাঠকের মোটামুটি সঠিক আত্ম উপলব্ধি অসে।	(xii) স্ক্যানিং-এ আত্ম উপলব্ধির কোনো অবকাশ থাকে না।

✪ ২.৪ পাঠপ্রণালীর উপায় সমূহ (Means / Ways of Reading) :

পাঠপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। পাঠপ্রণালীর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য পাঠককে কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হয়। এই উপায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

(ক) পাঠ পূর্ববর্তী উপায় সমূহ
(খ) পাঠ শুরুকালের উপায় সমূহ
(গ) পাঠপ্রণালী চলাকালীন উপায় সমূহ
(ঘ) পাঠপ্রণালীর শেষে আয়োজিত উপায় সমূহ।

নিম্নে পাঠপ্রণালীর এই উপায়গুলি সবিস্তারে আলোচনা করা হল—

❑ ২.৪.১ পাঠ পূর্ববর্তী উপায় সমূহ (Before you Begin Strategies) :

পাঠপ্রণালীর এই পর্বে পাঠককে পাঠপ্রণালীর উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে হয়। পাঠকের জানার প্রয়োজন হয় তার পাঠপ্রণালীর লক্ষ কী। পাঠক কীভাবে পড়বেন তাও জানার প্রয়োজন হয় এই আয়োজন স্তরে। পাঠকের মনে প্রশ্ন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উৎসাহ ও কৌতূহল দুটোই তৈরি হয়। এ পর্বে পাঠককে আরো বেশি উৎসাহী ও আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

❑ ২.৪.২ পাঠ শুরু কালের উপায় সমূহ (As you Begin Strategies) :

পাঠ শুরু কালের উপায়গুলির মধ্যে পূর্বানুমান প্রক্রিয়াটি অতীত তাৎপর্যবহ। বইটি হাতে নেওয়ার সাথে সাথে পাঠকের মনে শিরোনাম, কভার, পৃষ্ঠা, লেখকের নাম ও প্রকাশ কাল ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে নানাবিধ অনুমান জন্মায়। বিষয়ের পূর্বানুমান করা ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় পাঠককে লক্ষ রাখতে হয়—

(i) বিষয়ের পূর্বজ্ঞান অনুমানকরণও তা কার্যকরীকরণ।
(ii) বিষয়ের জ্ঞানের পূর্ণরূপে পূর্বানুমানকরণ।
(iii) বিষয়ের টপিক নির্ধারণকরণ।
(iv) বইটির প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান লাভকরণ।

❑ ২.৪.৩ পাঠপ্রণালী চলাকালীন উপায় সমূহ (During Reading Strategies) :

পাঠপ্রণালী চলাকালীন পাঠককে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় অবলম্বন করতে হয়। একজন সফল পাঠক অবশ্যই লক্ষ রাখবেন—পাঠ্যে কী ঘটছে? পাঠক আর কী ঘটার অনুমান করছেন? এই পাঠপ্রণালী চলাকালীন পাঠক সাধারণত নিম্ন আলোচিত বিষয়গুলি প্রয়োগ করে থাকেন—

(i) নজরদারিকরণ (Monitoring)
(ii) প্রশ্ননির্মাণকরণ (Questioning)
(iii) পুনরায় পূর্বানুমানকরণ (Repredicting)

নজরদারি পর্বকালীন পাঠককে মনে রাখতে হয় যে তিনি পড়ছেন যা কিছু তার সত্যিই কি অর্থ আছে? প্রধান বিষয়ের সাথে তা কি সঙ্গতিপূর্ণ? আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠপ্রণালী শুরু করেছিলেন তা কি পূর্ণতা পাচ্ছে? নজরদারি, প্রশ্ননির্মাণ ও পুনরায় পূর্বানুমান প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক ও পরিবর্তণশীল। এগুলি কোনো বিশেষ স্থানে বা পর্বে থেমে থাকে না। নজরদারি, প্রশ্ননির্মাণ ও পুনরায় নির্মাণকালে পাঠকের ইন্দ্রিয়গুলি কার্যকরী করার প্রয়োজন পড়ে। অপরিচিত শব্দ ভাণ্ডারের মুখোমুখি হলে অনেক সময় এই নজরদারি বাধা প্রাপ্ত হয়। সে কারণে কোনো অভিধান ও অর্থকোষ বা জ্ঞানকোষ-এর সাহায্য প্রয়োজন হয়। যদি তাতে কাজ না মেটে তাহলে কোনো শিক্ষকের সাহায্য বা পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

❑ ২.৪.৪ পাঠ পরবর্তী আয়োজিত উপায় সমূহ (After Reading Strategies) :

পাঠপ্রণালী শেষ হওয়ার সাথে সাথে পাঠকের বোধগম্যতা শেষ হয়ে যায় না। পাঠপ্রণালীর শেষে পাঠকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দেয়। এগুলো হল—

(i) আমি আমার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন করেছি?
(ii) আমি যেটা খুঁজেছিলাম সেটা কি পেয়েছি?
(iii) পাঠপ্রণালী আমার মন কেমন রূপে বদল করল?
(iv) যেটা পেলাম সেটা কি নিখুঁত?
(v) যেটা পাঠ করলাম প্রয়োগ করব কীভাবে?

পাঠপ্রণালীর শেষ পর্বে আরো কয়েকটি বিষয় পাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন। এগুলো হল—

(১) পাঠ্যের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি নিন
(২) মূল বিষয় স্থির করুন
(৩) সারাংশ নির্মাণ করুন
(৪) উপসংহার নির্মাণ করুন
(৫) মূল্যায়ন করুন
(৬) সংশ্লেষণ করুন

উপরি আলোচিত উপায়গুলি অবলম্বনের দ্বারা কোনো পাঠপ্রণালী সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। **Gerald G. Duffy** সঠিকভাবেই বলেছেন—

> **"Strategies are an important part of comprehension. There are only few strategies readers use in various combinations over and over again, with slight variation from one reading situation to another."**

অর্থাৎ পাঠপ্রণালীর দক্ষতা ও বোধগম্যতার বৃদ্ধিতে পাঠপ্রণালীর উপায় গুলি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক দক্ষ পাঠক এক বা একাধিক কৌশল অবলম্বন করে থাকেন যাতে একজন পাঠকের বোধগম্যতার সাথে অপর পাঠকের বোধগম্যতার কিছু বা সূক্ষ্ম হলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।